MAR 15 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

# বই জালিয়াতির দায়ে ৪টি প্রতিষ্ঠান কালো তালিকাভুক্ত

কাগজ প্রতিবেদক : বই সরবরাহে জালিয়াতির আশ্রয়গ্রহণকারীদের চিহ্নিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। সম্প্রতি সরকারি এক আদেশে নিম্নমানের বইয়ের প্রকাশক ও সরবরাহকারী চারটি প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল প্রকল্পে কালো তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনা তদন্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালককে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পে বই সরবরাহকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগ ইতিপূর্বে উত্থাপিত হলেও এই প্রথম কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। লেখক ও প্রকাশকরা এ ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, একই অভিযোগে হাক্কানী গ্রুপের পপুলার পাবলিশার্স ও আইডিয়াল পাবলিকেশন্সের নাম উত্থাপন হলেও শেষ পর্যন্ত এ দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

কালো তালিকাভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠান হলো হাক্কানী পাবলিশার্স গ্রুপের মেসার্স পরমা, মেসার্স কথাইন্ড কনসোর্টিয়াম, প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এবং আলীগড় লাইব্রেরি। এই চারটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকর্তাদের যোগসাজশে জালিয়াতি করে বই সাপ্লাই করে আসছিল। গত বছর জুন মাসে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৮৪০টি স্কুলে নিম্নমানের বই সরবরাহ করায় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমবারের মতো ফেঁসে যায়। শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই সময়ে গঠিত এক তদন্তে এই জালিয়াত চক্রের হোতাদের নাম বেরিয়ে আসে।

প্রসঙ্গত, ১ হাজার ৮৪০ স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাঠানো বইগুলোর অনুমোদন দিয়েছিল টেন্ডার কমিটি। বেশির ভাগ বই-ই ছিল সিলেবাসবহির্ভূত, আপত্তিকর, অশ্লীল, নিম্নমানের এবং পাইরেটেড। অশ্লীল ও পাইরেটেড বইয়ের কোনোটিতে দেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদ, গণতন্ত্রকে বলা হয়েছে 'কুফরি মতবাদ', আছে মোকছুদুল মোমেনীনের 'যৌন শিক্ষা'।

গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর ভোরের কাগজে 'স্কুলের পাঠ্যসহায়ক বই সাপ্লাইয়ে জালিয়াতি' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১ হাজার ৮৪০টি স্কুলে পাঠানো বইয়ের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর লেখক-প্রকাশক থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকর্তা পর্যন্ত হকচকিয়ে যান। পরে আরো ব্যাপক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

চারটি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মকর্তা আবদুর রশীদকে অন্যত্র বদলি করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ইস্যু করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব পারভীন বানু গত ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠি সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠান। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের তদন্তে এই আবদুর রশীদকে অন্যতম যোগসাজশকারী কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই কর্মকর্তা সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে চুনারুঘাট সরকারি কলেজে কর্মরত রয়েছেন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ঘটনার পর বই সাপ্লাই নিয়ে দুর্নীতির বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারবিশ্লেষণ করে তদন্ত করার জন্য চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (উন্নয়ন) সভাপতি করে গঠিত এ কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে রাখা হয়েছে বিশিষ্ট প্রকাশক ইউপিএল-এর সমন্বয়কারী মহিউদ্দিন আহমেদ এবং কথা সাহিত্যিক-প্রকাশক মইনুল আহসান সাবেরকে। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন উপ-সচিব (উন্নয়ন) জেহাদুল ইসলাম।

ইউপিএল-এর মহিউদ্দিন আহমেদ সরকারের এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, এর ফলে লেখক-প্রকাশকরা লাভবান হবেন। তিনি টেন্ডার প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীতে একটি দেশও নেই যারা বই কেনে টেন্ডারে।

কথা সাহিত্যিক মইনুল আহসান সাবেরও একই প্রসঙ্গে বলেছেন, টেন্ডারের ফলে অসাধু সাপ্লায়াররা কি বই সাপ্লাই করতো অনেক সময় তা মূল প্রকাশকও জানতে পারতেন না। তিনি বই সাপ্লাই বন্ধ না করে তদন্তের মাধ্যমে জালিয়াতি চক্রকে চিহ্নিত করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের জন্য গত ৩ বছর ধরে টেন্ডারের পরিবর্তে প্রকাশকদের কাছ থেকে সরাসরি বই কিনছে। কিন্তু একই মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর অধীনে এখনো টেন্ডারের মাধ্যমে বই কেনা হয়। ফলে প্রকল্পের বই কেনায় বেশি জালিয়াতি হয়।